ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানায় র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের গুলিতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মোঃ মুকুল মন্ডল নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৫ অক্টোবর ২০১১ রাত ৩.১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার আসাননগর গ্রামের মৃত ফকির চাঁদ মন্ডল ও মৃত আমেনা খাতুনের ছেলে মোঃ মুকুল মন্ডলকে (৩২) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার পুলিশ সদস্য ও র‍্যাব-৬ এর সদস্যরা পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মিছাখালী মাঠে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মুকুলের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ মুকুল মন্ডল

মোছাম্মৎ নাছিমা খাতুন (৩০), মুকুলের স্ত্রী

মোছাম্মৎ নাছিমা খাতুন অধিকারকে জানান, তিনি তার স্বামীকে নিয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার দোবিলা গ্রামে বাস করতেন। তার স্বামী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং তাঁর নামে থানায় কয়েকটি মামলা থাকায় পুলিশ তাঁকে ৩/৪ বার গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেয়। ঘটনার দিন হতে ২ সপ্তাহ পূর্বে একদিন বিকাল আনুমানিক ৩.০০টায় তার স্বামী আবদালপুর এলাকায় যান। রাত আনুমানিক ৯.০০টায় সাদা পোশাকে ১৫/১৬ জন পুলিশ সদস্য তাঁদের বাড়ীতে আসে এবং নিজেদের হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দেয়। একজন পুলিশ সদস্য তাকে জানায়, তার স্বামীকে আবদালপুর এলাকা থেকে ধরে এনে পুলিশ তাদের ভ্যানে বসিয়ে রেখেছে। সে সময় তাকেও পুলিশ ভ্যানে উঠতে বলে, কিন্তু তিনি কেন যাবেন তা তিনি পুলিশ সদস্যের কাছে জানতে চান। পুলিশ সদস্যরা তার ঘর তল্লাশী করে। তখন তাকে পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে যেতে চাইলে এলাকার লোকজন এসে অনুরোধ করে তাকে ছাড়িয়ে নেয়। পরবর্তীতে হরিণাকুণ্ডু থানা এবং র‍্যাব কার্যালয়ে গিয়ে তিনি তার স্বামীর খোঁজ নেন। কিন্তু পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা তাকে জানান, মুকুল

নামে কাউকে তারা গ্রেপ্তার করেননি। ৫ অক্টোবর ২০১১ সকালে তার ভাসুর মোবাইল ফোনে তাকে জানান, রাতে পুলিশ সদস্যরা তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আব্দুর রশিদ (৪৫), নাছিমার চাচাতো ভাই

আব্দুর রশিদ অধিকারকে জানান, ৫ অক্টোবর এর ২ সপ্তাহ পূর্বে একদিন আনুমানিক রাত ৯.০০টায় হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্যরা মুকুলকে ধরে ভ্যানের মধ্যে রাখে। পরে পুলিশ সদস্যরা নাছিমাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি এবং এলাকার অন্য লোকজন এসে পুলিশ সদস্যদের অনুরোধ করেন যে, তার দুইটি শিশু সন্তান রয়েছে, সেহেতু তাকে, যেন না নেয়া হয়। তখন পুলিশ সদস্যরা শুধু মুকুলকে নিয়ে যান। ৫ অক্টোবর ২০১১ নাছিমা তাকে জানান, পুলিশ সদস্যরা মুকুলকে গুলি করে হত্যা করেছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (৫০), মুকুলের চাচাতো ভাই

মোঃ নজরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, মুকুলের নামে থানায় মামলা থাকায় পুলিশ সদস্যরা প্রায়ই তাঁদের বাড়ীতে আসতো। পুলিশ সদস্যরা তাকেও একবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে আদালত খালাস দেয়। এরপর থেকেই মুকুল দোবিলা গ্রামে শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকতেন। ৫ অক্টোবর ২০১১ আনুমানিক সকাল ১০.০০টায় আলমডাঙ্গা থানা থেকে এক পুলিশ সদস্য তার বাড়ীতে আসে এবং জানায়, হরিণাকুণ্ডু থানা থেকে খবর এসেছে, হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ক্রসফায়ারে মুকুল মারা গেছে। মুকুলের লাশ হরিণাকুণ্ডু থানায় আছে। তিনি হরিণাকুণ্ডু থানায় গিয়ে ভ্যানে মুকুলের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি দেখেন, মুকুলের বুকে এবং বাম পাঁজরে ৫টি গুলি লেগে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পরে থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁর কাছে লাশ ময়না তদন্তের জন্য ৪,০০০টাকা ভ্যান ভাড়া চায়। তিনি পুলিশ সদস্যদের টাকা দিলে লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ সদস্যরা মুকুলের লাশ থানায় নিয়ে এলে তিনি লাশ নিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন। তিনি নিজেই মুকুলের লাশের গোসল করান এবং রাত ৮.০০টার দিকে আসাননগর কবর স্থানে দাফন করেন।

সহিরন নেছা (৩৮), প্রত্যক্ষদর্শী

সহিরন নেছা অধিকারকে জানান, ৫ অক্টোবর ২০১১ আনুমানিক রাত ৩.০০টায় একটি গাড়ীর শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি ঘরের বাইরে এসে দেখেন যে, রাস্তায় ৩/৪টি পুলিশের ভ্যান। ভ্যান থেকে র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা একজন লোককে নামায়। পরে ৩৫/৪০টি গুলির শব্দ হয় এবং র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা ধর ধর গেল গেল বলে হৈচৈ করে। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ সদস্যরা চারাতলা বাজার থেকে কয়েকজনকে ডেকে আনে এবং গুলিবিদ্ধ একজন লোককে ভ্যানে তুলে দিতে বলে। পুলিশ সদস্যরা একটি কাগজে কয়েকজনের স্বাক্ষর নেয় এবং গুলিবিদ্ধ লোকটিকে নিয়ে চলে যায়।

মোঃ আসাদুল (৩৪), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আসাদুল অধিকারকে বলেন, তিনি ৫ অক্টোবর ২০১১ রাতে চারাতলা বাজারে পাহাড়াদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আনুমানিক ভোর রাত ৩.০০টায় তার পরিচিত হরিণাকুণ্ডু

থানার এসআই নাসির উদ্দিন পুলিশ সদস্যদের নিয়ে পায়রাডাঙ্গা মাঠের দিকে যায় এবং তাঁকে বলে সর্তকতার সঙ্গে পাহারা দিতে। একটু পরেই র‍্যাব সদস্যদের গাড়ীও একই পথে মাঠে যায়। আনুমানিক ভোর রাত ৩.১০টায় মাঠে গুলির শব্দ হয়। আনুমানিক ভোর রাত ৩.৩০টায় পুলিশ সদস্যরা তাকে ডেকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তিনি গিয়ে দেখেন গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরে সেখানে থাকা অস্ত্র ও টাকা নিয়ে একটি জব্দ তালিকা তৈরি করা হয় এবং সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তাঁর স্বাক্ষর নেয়া হয়। পুলিশ সদস্যদের কথামত লাশ ভ্যান গাড়ীতে তুলে দিলে তাঁরা চলে যায়।

মোঃ আবুল খায়ের, অফিসার ইনচার্জ, হরিণাকুণ্ডু থানা, ঝিনাইদহ

মোঃ আবুল খায়ের অধিকারকে জানান, ৫ অক্টোবর ২০১১ আনুমানিক ভোর রাত ২.০০টায় সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারেন, চালাতলা বাজারের নিকটে পায়রাডাঙ্গা গ্রামে একটি মাঠের মধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত অপকর্ম করার জন্য মিটিং করছে। তিনি তখন এসআই নাসির উদ্দিনকে এবং র‍্যাব-৬ এর ডিএডি খন্দকার হোসেন আহমেদকে জানান। আনুমানিক ভোর রাত ৩.১০টায় র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের যৌথ অভিযানেক্রসফায়ারে মুকুল নামে এক তালিকাভুক্ত দুর্বৃত্ত মারা যায়। তিনি বলেন, মুকুলের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া সদর মিরপুর, ঝিনাইদহ সদর হরিণাকুণ্ডু এবং কোর্টচাঁদপুর থানায় মোট ৭টি মামলা রয়েছে। মুকুল পুলিশ ও ডিএসবির তালিকাভুক্ত দুর্বৃত্ত।

উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাসির উদ্দিন, হরিণাকুণ্ডু থানা, ঝিনাইদহ

এসআই নাসির উদ্দিন অধিকারকে জানান, ৫ অক্টোবর ২০১১ তিনি ডিউটি করাকালীন আনুমানিক ভোর রাত ২.০০টায় অফিসার ইনচার্জ মোঃ আবুল খায়ের মোবাইল ফোনে তাকে জানান, পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মিছাখালী মাঠে একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রসহ অপরাধ মূলক কর্মকান্ড করার জন্য মিটিং করছে। তিনি র‍্যাব এর টহল দলকে জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তিনি আনুমানিক ভোর রাত ২.৪৫টায় চারাতলা বাজারে গেলে র‍্যাব-৬ এর টহল দল এর ডিএডি খন্দকার হোসেন আহমেদের সঙ্গে তার দেখা হয়। র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা যৌথভাবে মিছাখালী মাঠের দিকে যান। আনুমানিক ভোর রাত ৩.১০টায় তারা মিছাখালী মাঠে মহিউদ্দিন মুন্সীর শ্যালো মেশিনের কাছে যান। দুর্বৃত্তরা র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁদের দিকে গুলি বর্ষণ করে। পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছোঁড়েন। উভয় দলের মধ্যে প্রায় ১৫/২০ মিনিট গুলি বিনিময় হয় এবং দুর্বৃত্তরা পিছু হটে যায়। র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা মোট ৪৮ রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন বলে জানান।

তিনি আরো বলেন, গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় লোকজনও ঘটনাস্থলে আসে। তারা ঘটনাস্থল তল্লাশী করে একটি সাটার গান, ওয়ান শুটার গান, একটি বন্দুক, তিনটি রাইফেলের তাজা গুলি, তিনটি কার্তুজ, দুইটি হাত বোমা, একটি ছোরা, ৮ জোড়া স্যান্ডেল, ৮৪৩ টাকা, ম্যাচ এবং সিগারেটের প্যাকেট পান। পাশেই গুলিবিদ্ধ একজন লোককে দেখতে পান। ভোর রাত ৩.৪৫মিনিটে একটি জব্দ তালিকা তৈরি করেন। গুলিবিদ্ধ লোকটিকে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। ভোর ৪.০৫মিনিটে হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপস্থিত লোকজন জানান, মৃত ব্যক্তির নাম মুকুল মন্ডল। তিনি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির মোয়াজ্জেম গ্রুপের কমান্ডার। তিনি তখন পুলিশি বার্তায় বাড়ীতে সংবাদ পাঠালে পরিবারের লোকজন এসে লাশ নিয়ে যায়। তিনি বাদী হয়ে ১০/১২জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে দুইটি মামলা দায়ের করেন।

(১) মামলা নম্বর ০৪; তারিখঃ ৫/১০/২০১১। ধারা-১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের (সংশোধনী) ২০০২ এর ১৯-ক তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৪/৬।

(২) মামলা নম্বর ৫; তারিখঃ ৫/১০/২০১১। ধারা-৩৫৩/৩০৭/৩০২/৩৪ দণ্ডবিধি। তিনি বলেন, মামলা দুইটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মোঃ শাহাবুদ্দিন গাজী।

উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোঃ শাহাবুদ্দিন গাজী, হরিণাকুণ্ডু থানা, ঝিনাইদহ

এসআই মোঃ শাহাবুদ্দিন অধিকারকে বলেন, এসআই নাসির উদ্দিনের ৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে দায়ের করা ৪ ও ৫ নম্বর মামলা দুইটি তদন্তাধীন রয়েছে। তিনি আর কিছু বলেননি।

ডিএডি খন্দকার হোসেন আহমেদ, র‍্যাব - ৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্প

ডিএডি খন্দকার হোসেন আহমেদ অধিকারকে বলেন, ৫ অক্টোবর ২০১১ মুকুল ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

ডাঃ রাশেদ আল মামুন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

ডাঃ রাশেদ আল মামুন অধিকারকে বলেন, ৫ অক্টোবর ২০১১ হরিণাকুণ্ডু থানার পুলিশ সদস্যরা মুকুল নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মৃত দেহ মর্গে আনেন। তিনি নিজেই লাশের ময়না তদন্ত করেন। তিনি বলেন, লাশের বুকে ৪টি ও পাঁজরে একটি মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন ছিল। গুলির কারণে লোকটি রক্তক্ষরণ হয়েই মারা গেছে বলে তিনি ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

সুধির, মর্গ-সহকারী, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

সুধির অধিকারকে বলেন, ৫ অক্টোবর ২০১১ হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ সদস্যরা মুকুল নামে এক ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। তিনি ময়না তদন্তের সময় ডাক্তারকে সহযোগীতা করেন। গুলিবিদ্ধ হয়েই মুকুল মারা গেছেন বলে তিনি ধারণা করেন।

-সমাপ্ত-